দ্রুতগতিতে 'মেডিকেল অধ্যাপক' যোগ্যতা রাজনৈতিক প্রভাব

বদরুদ্দোজা সুমন

বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মেডিকেল শিক্ষকদের পদোন্নতি ও চলতি দায়িত্বে পদায়নের নামে রামরাজত্ব কায়েম হয়েছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকতার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রকাশনা না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রভাবে উপরের পদে চলে যাচ্ছেন নেতৃস্থানীয় শিক্ষক-চিকিৎসকরা। আওয়ামীপন্থী চিকিৎসক সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) নেতারা এক্ষেত্রে প্রধান সুবিধাভোগী। সূত্রগুলো বলছে, পদোন্নতি, পদায়ন ও চলতি দায়িত্ব বাগিয়ে নিতে শেষ মুহূর্তের তদবিরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রকম্পিত।

অধ্যাপক পদে পদোন্নতি ও চলতি দায়িত্বে পদায়নের প্রজ্ঞাপন জারি হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পার-১ অধিশাখা থেকে। সেখানকার সূত্রগুলো বলছে, বেশ কয়েকজন স্বাচিপ নেতাসহ প্রায় ১৫ জনকে চলতি দায়িত্বে অধ্যাপক করা হয়েছে। এদের অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা শিক্ষকতায় মনোযোগী নন। তারা বরং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে বেশি উৎসাহী।

স্বাস্থ্য সচিব এমএম নিয়াজ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, ঢালাওভাবে 'চলতি দায়িত্ব' দেয়া হচ্ছে না। কয়েকজনকে দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, 'নিয়মিত পদোন্নতি একটি ধারাবাহিকতা। এটা চালিয়ে না রাখলে সংকট তৈরি হয়, কাজের স্পৃহা কমে।' স্বাচিপ নেতাদের অগ্রাধিকার পাওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে তিনি সরাসরি কিছু বলেননি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সপ্তাহে এদের ফাইল ডেকে এনে চলতি দায়িত্বে অধ্যাপক বানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে গতকাল পর্যন্ত প্রজ্ঞাপন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ওঠেনি। যে কোনদিন এই প্রজ্ঞাপন প্রকাশ হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র। রোববার এ সংক্রান্ত আদেশ জারির কাজে ব্যস্ত ছিলেন সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা।'

শিক্ষকতায় পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি

জানা গেছে, চলতি দায়িত্বে অধ্যাপক হওয়াদের মধ্যে স্বাচিপের অন্যতম শীর্ষ নেতা এবং বর্তমানে বিএমএ সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, ঢাকা মেডিকেল কলেজে কর্মরত স্বাচিপ নেতা ডা. আবু ইউসুফ ফকির এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে (মিটফোর্ড) কর্মরত স্বাচিপ নেতা ডা. মনিলাল আইচ লিটু এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে কর্মরত ডা. অমল কুমার চৌধুরী রয়েছেন। অন্যরাও বিভিন্ন স্তরের স্বাচিপ নেতা বলে জানা গেছে।

ডা. উত্তমকুমার বড়ুয়া শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে কাজ করেন। ২০১১ সালে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি (ডিপিসি) তাকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়। এরপর তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালকের দায়িত্বও পান। ২০১৩ সালের এপ্রিলে ডিপিসিতে তিনি সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। আট মাসের মাথায় তাকে মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশে চলতি দায়িত্বে অধ্যাপক করা হচ্ছে। অর্থাৎ স্বাচিপ নেতা হওয়ার সুবাদে এক সরকারের আমলেই তিনি মেডিকেল অফিসার থেকে অধ্যাপক বনে যাচ্ছেন।

পদোন্নতি নীতিমালা অনুযায়ী, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার পর একজন চিকিৎসক সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন। এই পদে ৩ বছর কাজ করলে সহযোগী অধ্যাপক হওয়া যায়। এরপর একটানা ৫ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হলে তিনি অধ্যাপক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত হন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনা থাকার শর্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের সূত্রগুলো জানায়, চিকিৎসকদের পদোন্নতি অনেক বছর আটকে থাকায় মানবিক কারণে অনেকটা নমনীয় হয়ে ফাইল বাছাই করে তা উপস্থাপন করা হচ্ছে। স্বাচিপ নেতাদের দাপট ও তদবিরে এসব নিয়ম-কানুনের ন্যূনতম অনুসরণও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাচিপ নেতা ডা. আবু ইউসুফ ফকির ২০১১ সাল থেকে পদোন্নতির ধারাবাহিকতায় সহযোগী অধ্যাপক পর্যন্ত হয়েছেন। এবার তাকে চলতি দায়িত্বে অধ্যাপক করা হচ্ছে। ডা. মনিলাল আইচ লিটুও বর্তমান সরকারের আমলে ইতিমধ্যে দুটি

প্রভাব : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

প্রভাব : রাজনৈতিক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পদোন্নতি পেয়েছেন। এখন শেষ মুহূর্তে তাকেও চলতি দায়িত্বে অধ্যাপকের কাজ দেয়া হচ্ছে। ডা. অমল কুমার চৌধুরী গত এপ্রিল মাসে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। ঢাকা মেডিকেল ও সলিমুল্লাহ মেডিকেলের কয়েকজন শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, 'এভাবে অন্যান্য উপযুক্ত প্রার্থীরা স্পষ্টতই বঞ্চিত হন। রাজনীতি করা ও তদবিরের সামর্থ্য পদোন্নতির নিয়ামকে পরিণত হয়েছে।' ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা বলেন, চলতি দায়িত্ব পেলেই নামের আগে অধ্যাপক জুড়ে দেয়া যায়। এটা চূড়ান্ত পদোন্নতির প্রথম ধাপ। চলতি দায়িত্ব পেয়ে গেলে সামাজিক সুনাম বৃদ্ধি ও প্রাইভেট চেম্বারে চিকিৎসা বাণিজ্য ভালো জমে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুসৃত রীতি অনুযায়ী, সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক হতে হলে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের (এসএসবি) মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করা হয়। ডিপিসি অথবা পিএসসির মাধ্যমে সহযোগী অধ্যাপক পর্যন্ত হলে মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশে চলতি দায়িত্বে অধ্যাপকের দায়িত্ব নেয়া যায়। এটা চূড়ান্ত পদোন্নতি না হলেও সূত্রগুলো বলছে, চলতি দায়িত্বে অধ্যাপকরা এসএসবিতে অগ্রাধিকার পান।

গত কয়েকদিনে পদোন্নতি ও চলতি দায়িত্ব ইস্যুতে যুগান্তরের অনুসন্ধান চলাকালে সংশ্লিষ্টরা জানান, শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) একটি অফিস আদেশ আছে। সেখানে বলা হয়, ৮ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে তাকে অধ্যাপক করা যাবে। সূত্রগুলোর দাবি, বিএমডিসির আদেশ পদোন্নতির নীতিমালা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তাছাড়া এটা মেনে নিলেও স্বাচিপ নেতাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অনুপযুক্ত প্রমাণিত হবেন।

নিয়মিত পদোন্নতিতেও অভিযোগ

শুধু চলতি দায়িত্বে অধ্যাপকের ক্ষেত্রেই নয়, নিয়মমাফিক এসএসবিতেও অধ্যাপক পদে প্রকাশিত পদোন্নতির তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংক্ষুব্ধ চিকিৎসকরা। ১৩ ও ১৪ নভেম্বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পার-১ অধিশাখা থেকে প্রকাশিত দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপনে ১৯টি ডিসিপ্লিনে মোট ১৩১ জনকে নিয়মিত অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংক্ষুব্ধ চিকিৎসকরা বলছেন, জ্যেষ্ঠতা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা যাচাইয়ে হেরফের হয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম উপযুক্ত অনেকে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। অথচ সব শর্ত পূরণ করলেও অনেকের আবেদন বিবেচিত হয়নি। মেডিসিন ডিসিপ্লিনে উভয় তালিকা মিলে মোট ২৪ জন অধ্যাপক হয়েছেন। ডা. শেখ আবদুল ফাত্তাহ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে কাজ করেন। তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

একাধিক সংক্ষুব্ধ শিক্ষক বলেছেন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করেছেন অনেক পেছনে। জুনিয়র কনসালটেন্ট ও সিনিয়র কনসালটেন্ট পদে কর্মরত ছিলেন। এগুলো শিক্ষকতা নয়, বরং প্রশাসনিক পদ। সিনিয়র কনসালটেন্ট থেকে তাকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেলে কাজ করেন এমন অনেক শিক্ষক ডা. ফাত্তাহর আগে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন। এদের নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও বেশি। কিন্তু তারা অধ্যাপক হতে পারেননি। তারা বলছেন, পদোন্নতি সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন আগে সম্পন্ন করেছেন, কার প্রকাশনা বেশি— এগুলো বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।